একুশে ফেব্রুয়ারি

কলকাতায় ভাষা উৎসব

এ বছর বাংলাদেশ যখন পালন করছিলো ৪৯তম শহীদ দিবস, সারা বিশ্বে সেদিন দ্বিতীয়বারের মতো হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা- ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে এই দিবস পালিত হচ্ছে নিউইয়র্ক থেকে মেলবোর্ন, ঢাকা থেকে কলকাতা। আমাদের কলকাতা প্রতিনিধি মুক্তি চৌধুরী কলকাতায় একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের ২৪ ঘন্টা লিখে পাঠিয়েছেন... ছবি : ভাস্কর মুখার্জি

সন্ধ্যা ৬.০০ : নন্দন চত্বর। কলকাতার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। পাশে রবীন্দ্র সদন একাডেমী অব ফাইন আর্টস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, শিশির মঞ্চ, গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালা, কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টার। সেই সঙ্গে নন্দনের ৩টি মিলনায়তন।

এই নন্দন চত্বরেই আয়োজন করা হয়েছে বাংলা ভাষা উৎসবের। উদ্যোক্তা 'ভাষা ও চেতনা সমিতি'। ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে চলবে ২১ তারিখ ভোর ৬-১৫ পর্যন্ত। এটাই কলকাতার সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।

নন্দন চত্বরে যখন পৌঁছলাম তখন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। কলকাতার প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী গায়ক বিধায়ক অজিত পাণ্ডে বাংলাদেশের প্রধানতম কবি শামসুর রাহমানের 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হবে' কবিতাকে গানে বেঁধে গাইলেন উদ্বোধনী সঙ্গীত। ভিড়ে ঠাসা দর্শক। গানের পর মুর্শিদাবাদের আলকাপ সম্প্রদায়ের 'আলকাপ' লোকনৃত্যও হয়ে গেছে। তখনই শুরু করেছেন অশোক মিত্র তার উদ্বোধনী ভাষণ। তিনি বললেন, 'বাংলা ভাষার আজ দুর্দিন। আমরা বাংলা ভাষাকে ভুলে গেছি। এখন আবার আমাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে। একুশের শিক্ষা নিতে হবে। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তাই ভাষা উৎসবে এই হোক আমাদের শপথ।'

৬.৩০ : কলকাতার এলিভেশন সংস্থা মঞ্চে উঠলো। গাইলো একুশের গান। এরপর মঞ্চে উঠে এলো 'নৃত্যালয়'। জীবনানন্দ দাশের 'আবার আসিব ফিরে এই ধানসিড়ি নদীটির তীরে' কবিতা গানের সুরে বেঁধে নাচলো। হাজারো দর্শক নাচ দেখে বিমোহিত। অভিনন্দন জানালো। রুমা গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে মঞ্চে উঠলেন কলকাতা ইয়ুথ ক্লাবের একদল শিল্পী। রুমা গুহঠাকুরতা কেবল একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পরিচিত নন; নামী একজন অভিনেত্রীও। গাইলেন একুশের গান।

৭.০০ : নন্দনের পাশে চলছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের নানা ছবি নিয়ে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। দর্শকরা ফিরে গেলেন বাংলাদেশে।

উদ্বোধক অশোক মিত্র ভাষণ দিচ্ছেন

কলকাতায় শহীদ মিনার

একদিন আমিও ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিতে যেতাম। তার সামনে একটি ব্যানারে লেখা রয়েছে– 'হলিউডি বলিউডি নয়, শিকড়ের সংস্কৃতি তুলে ধর।'

৭.৩০ : মেলা কমিটির সম্পাদক ইমানুল হক ঘোষণা দিলেন মেলায় পুলি পিঠে এবং পাটিসাপটার বিক্রি এখন প্রায় শেষের দিকে। যারা বাংলার পিঠে খেতে চান তারা চলে যান আমাদের বিশেষ স্টলে।

৭.৪০ : শুরু হলো পথনাটক 'বদন চাঁদ, লবণ চাঁদ'। দলটি এসেছে বীরভুমের শিউরি থেকে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য নিয়ে। নাট্যগোষ্ঠীর নাম 'আনন'।

৮.০০ : দ্বিতীয় পথনাটক শুরু। 'বিদ্যা বাবুর জন্মদিন'। উপস্থাপনায় মুর্শিদাবাদের 'রেপার্টরী থিয়েটার'। পরিচালনা করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। দুটি পথনাটকেরই উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী।

৯.০০ : শুরু হয় একুশের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা।

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রথম বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র সরকার। তারপর তপন মিত্র, ড. নজরুল ইসলাম, প্রাণি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অসীম ভট্টাচার্য। পবিত্র সরকার প্রশ্ন তুললেন, 'আমরা ক'জন অভিভাবক আমাদের সন্তানদের বাংলা শেখার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাই। এবার বাংলা ভাষায় কাজের জায়গাটাকে আরো বড় করে দিতে হবে।' ড. নজরুল ইসলাম বললেন '৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আজ মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করা হতো না।'

৯.৩০ : প্রবীণ নজরুল গীতি শিল্পী বিমান মুখোপাধ্যায় গাইলেন 'পথিক বন্ধু এসো, এসো পাপড়ি ছায়া পথ বেয়ে।' বিমান মুখোপাধ্যায়ের পর প্রণতি ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'মানবোনা এই শৃঙ্খল' থেকে পড়ে শোনান ড. আনিসুজ্জামানের একটি লেখা। তারপর আবৃত্তি করেন 'একুশে ফেব্রুয়ারি আহ্বানে'।

৯.৪৫ : 'ও মোর বাংলারে, ও মোর ভাষারে, তোর ভাষাতে কথা বলি, শ্যামল মাটির বুকে, তোর সুরেতে গান ধরেছি কতই না সুখে' প্রখ্যাত লোকগীতি শিল্পী অমর পালের কণ্ঠে এই গান। মঞ্চে এলেন দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। একাত্তরের আকাশবাণীর সংবাদ পাঠক। আবৃত্তি করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা।

১০.৩০ : শুরু হলো আবৃত্তি আর গানের অনুষ্ঠান। রাতভর চললো অনুষ্ঠান। আবৃত্তি করলেন কবি কৃষ্ণধর, কবি সুবোধ সরকার, কবি কৃষ্ণা বসু, কবি পংকজ সাহা।

১১.৩০ : ভাষা চেতনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হক ঘোষণা দিলেন, ১৩ টাকায় মাছ ভাত আলু গোস্ত শেষ। এবার রুটি ও সেদ্ধ ডিম পাবেন। যারা সারা রাত ধরে অনুষ্ঠান দেখবেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে। গানের অনুষ্ঠান আবার শুরু। এবার নতুন শিল্পীদের গান।

১২.০০ : ফুল হাতে অগনিত মানুষ। ১২.০১ মিনিট। মালা নিয়ে

উপ-দূতাবাসে পতাকা উত্তোলন

মঞ্চে নির্মিত শহীদ মিনারে নগ্ন পায়ে উঠে এলেন কলকাতাস্থ বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে দ্বিতীয় সচিব (প্রেস) মোঃ সরোয়ার আলম। বেজে উঠলো একুশের সুর, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...।' তারপর উপস্থিত মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের সামনে দর্শক-শ্রোতাদের হাতে জ্বলে উঠলো মশাল। শুরু হলো মশাল-মিছিল নন্দন চত্বর ঘিরে। ১২.০৭ মিনিট। একুশের গান চলছে মঞ্চে। উঠে এলেন বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবার-পরিজন। শেষ হয় একুশে সূচনার অনুষ্ঠান। তারপর আবার নতুন শিল্পীদের কণ্ঠে একুশের গান।

১.০০ : রাত ১টা। এবার শুরু 'রণপা নাচ'। কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য। প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা চললো 'রণপা নাচ'। রাত জেগে যারা অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিল, রণপা নাচের তোড়জোড় হাঁকডাক ও বাজনায় তাদের

একুশের অনুষ্ঠানে নৃত্যানুষ্ঠান

চোখের ঘুমও চলে গেলো।

৬.১৫ : সাঙ্গ হলো ভাষা চেতনা সমিতি আয়োজিত ভাষা উৎসব। মঞ্চের সামনে সারি সারি চেয়ার খালি হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানের কর্মী ছিলেন রাজা রায় চৌধুরী ও এবং নীলাঞ্জনা ঘোষ। রাতভর কাজ করেছেন মঞ্চে। ওরা বললো, একুশের টানে ওরা সবাই এসেছে এখানে। এদের আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশে। ক্ষোভের সঙ্গেই ওরা প্রকাশ করলো, 'পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা টিকিয়ে রাখতে হলে আরেকটা একুশের প্রয়োজন।'

৭.০০ : হালকা কুয়াশায় মোড়া কার্জন পার্ক। সোজা চলে এলাম ভাষা শহীদ স্মরণ সমিতির নির্মিত শহীদ মিনারে। এটাকে বলা চলে কলকাতার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। পাশে লালন মঞ্চ। লালন মঞ্চেই হয় অনুষ্ঠান। নগ্ন পায়ে শহীদ মিনারের সিঁড়িতে দাঁড়ালাম। একজন ফুল দিয়ে লিখছে 'অমর একুশে'। বললেন তার নাম সাধন বসু মজুমদার। ভাষা স্মারক সমিতির সদস্য। বাঁশি বাজান। জানালেন, ৮টায় শুরু হবে এখানের অনুষ্ঠান।

লালন মঞ্চে চলছে অনুষ্ঠান শুরুর প্রস্তুতি। কথা হলো এখানে ভাষা স্মারক সমিতির সম্পাদক সাদক রতন বসু মজুমদারের সঙ্গে। তিনি বললেন, তাদের অনুষ্ঠান হবে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা এবং আবার বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। রতন বসু জানালেন, কলকাতায় এই শহীদ মিনার গড়ার নেপথ্য কাহিনী। বললেন, ১৯৮৭ সালে ঢাকায় গিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার দেখে তিনি বিমোহিত হয়ে যান। তারপর কলকাতায় এসে উদ্যোগ নেন। এভাবে একটি শহীদ মিনার করতে হবে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্যোগ নেন। তিনিই ভাষা স্মারক সমিতির প্রাণ। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে গড়ে তোলা হয় এই শহীদ মিনার। যদিও তারা একে শহীদ মিনার বলছে না।

কলকাতা-মেলবোর্ন-কলকাতা : প্রতীকি যাত্রা

রনপা নাচ

বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রভাত ফেরি

বলেন 'ভাষা শহীদ স্মারক স্তম্ভ'। এটি ১৯৯৮ সালে নির্মিত হয়। উদ্বোধন হয় ২৬ মে। পাশে নির্মিত হয় লালন মঞ্চ।

৮.০০ : যাদবপুর থেকে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা ততক্ষণে শহীদ মিনারের সামনে নিয়ে এসেছে প্রভাতফেরী। এই মিছিলে শরীক হয় যাদবপুর, কলকাতা, বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। শুরু হয় মাল্যদান পর্ব। এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রথমে মাল্যদান করেন অধ্যক্ষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তারপরে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা। এরপর একে একে বিভিন্ন সংগঠন।

৮.৩০ : শুরু হয় লালন মঞ্চে অনুষ্ঠান। কলকাতার বিশেষ নাট্য ব্যক্তিত্ব বহুরূপী'র কর্ণধার, ভাষা স্মারক সমিতির সভাপতি কুমার রায় একুশ উপলক্ষে ঘোষণা দিলেন ভাষা স্মারক স্তম্ভ এবং লালন মঞ্চ ঘিরে যে উদ্যান তৈরি হয়েছে তার নাম হবে 'ভাষা উদ্যান'। আগামী বছরের ১ বৈশাখ উন্মোচন হবে এই ভাষা উদ্যানের। বাংলা ভাষা ও বাঙালির ঐতিহ্যের এক নিজস্ব আঙিনা গড়ে তোলার জন্য সাজানো হবে ভাষা উদ্যান।

থাকবে দুটি ভাস্কর্য গাছ। একটি বৃক্ষ তৈরি হবে টেরাকোটা মডেলে। এতে দেখানো হবে বাংলাভাষার ক্রম বিকাশ। অন্যটিতে দেখানো হবে বাংলা বর্ণমালার ক্রম বিকাশ।

৯.০০ : বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসে দিনের সূচনা করেন উপ-রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীর, জাতীয় পতাকা উড়িয়ে। এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বাণী পাঠ করে শোনান উপ-রাষ্ট্রদূত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সারি আল্লামা সিদ্দিকী।

৯.৩০ : নন্দন চত্বরে শুরু হয়েছে 'নব জাগরণ'-এর অনুষ্ঠান। এই সংগঠন বাঙালির ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে শামিল হয়েছে। সাড়ে ৯টায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এলেন নব জাগরণের অনুষ্ঠান সূচনা করতে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বললেন, 'বাংলাভাষার জন্য রক্ত ঝরিয়ে আজ উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছে।' বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর বলেন, 'বাংলা ভাষা বিকাশের জন্য নবজাগরণের আন্দোলন প্রশংসার দাবি রাখে'।

১০.৩০ : কার্জন পার্কের চিত্র প্রদর্শনী।

একুশের প্রথম প্রহরে মশাল মিছিল

প্রথম প্রহরে বাংলাদেশ-কলকাতা উপ-দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ

বেহালার ফাইন আর্টস সোসাইটি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। পাশেই লালন মঞ্চ। ভাষা স্মারক সমিতির অনুষ্ঠান চলছে। হঠাৎ কানে ভেসে এলো বাংলাদেশের মরমী লেখক আঃ লতিফের 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়।'

২.০০ : কার্জন পার্কে পাশেই কলকাতা ট্রামের অফিস। ভাষণ দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। প্রচণ্ড ভিড়। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন ট্রাম ভক্ত কিছু মানুষ। এরা চাইছে কলকাতার ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে। এই ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল কলকাতা ট্রাম যাত্রা। একটি ট্রামকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। কল্পনার ট্রাম যাত্রা হবে কলকাতা-মেলবোর্ন-কলকাতা। সুভাষ চক্রবর্তী ট্রাম যাত্রার উদ্বোধন করলেন একুশের স্মৃতিচারণ করে।

২.৩০ : নন্দন চত্বরে অনুষ্ঠানের পালা পশ্চিমবঙ্গ লেখক শিল্পী সংঘের। একুশের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করলেন ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি করলেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়, নূপুর বসু। গান গাইলেন মৃগাঙ্ক সরকার, কানন মার্জিত।

৪.০০ : কলেজ স্কোয়ারের ত্রিপুরা হিতসাধিনী হল। এখানেই আয়ো - জন করা হয়েছে একুশের আলোচনা সভার। আয়োজক কলকাতার জগন্নাথ হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক্তন ছাত্র সমিতি। এর আগে তারা কলেজ স্ট্রিটে শহীদ মিনার নির্মাণ করে পুষ্পমাল্য দেয়। প্রকাশ করে একুশের সংকলন।

৫.০০: শিশির মঞ্চে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস এদিন আয়োজন করেছে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্য সাধন চক্রবর্তী।